মুজিবনগরে কৃষকদলের প্রস্তুতি সভা

মুজিবনগরে উপজেলা কৃষকদলের প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) বিকালে মুজিবনগর কমপ্লেক্স সূর্যোদয় রেষ্ট হাউসে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সভাপতি আব্দুল হামিদের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশিদ।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা স্বেচ্ছাসেবকদলের সহ-সভাপতি সালাউদ্দীন আহম্মেদ,মুজিবনগর উপজেলা কৃষকদলের সভাপতি আরমান আলী, সিনিয়র সহ-সভাপতি রমজান আলী মেম্বার, সহ-সভাপতি সাব্দার আলী, সাধারন সম্পাদক কুন্নুত আলী, মোনাখালী ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি আশা, দারিয়াপুর ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি রিপন আলী, সাধারন সম্পাদক হাবিবুর রহমান প্রমুখ।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলা ও ইউনিয়ন কৃষকদলের সকল নেতাকর্মিরা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহ-৪ আসনের সাবেক এমপি শহিদুজ্জামান বেল্টুর ইন্তেকাল

বিএনপি’র জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও ঝিনাইদহ-৪ (কালীগঞ্জ ও সদরের একাংশ) আসনের সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি, বর্ষিয়ান রাজনীতিবিদ, শহিদুজ্জামান বেল্টু ইন্তকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না এলাহী রাজিউন)। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর।

গতকাল সোমবার (২৮ অক্টোবর) রাত পোনে ১২ টার দিকে নিজ বাসায় অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। দ্রুত তাকে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে নিয়ে

গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

শহিদুজ্জামান বেল্টুর মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সভাপতি এ্যাড. এম এ মজিদ।

পারিবারিক সুত্রে জানা গেছে, শহীদুজ্জামান বেল্টু ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার হাসনহাটি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ছাত্র জীবনে তিনি ছাত্র ইউনিয়নের রাজনীতির মাধ্যমে রাজনীতি শুরু করেন। পরে বেল্টু এরশাদ সরকারের সময়ে জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন। এরশাদের পতনের পর তিনি বিএনপিতে যোগদান করেন এবং ১৯৯১ সালের নির্বাচনের অংশ নিয়ে প্রথম সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এরপর তিনি ২০০১ সাল পর্যন্ত পর পর চারটি নির্বাচনে অংশ নিয়ে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। বেল্টু সংসদ সদস্য থাকাকালে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলা বিএনপি’র সভাপতি, জেলা বিএনপি’র সহ-সভাপতি ও মৃত্যুর আগ পর্যন্ত দলটির কেন্দ্রিয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়ে এলাকার স্কুল, কলেজ, ব্রীজ ও গুরুত্বপর্ন রাস্তা- ঘাটসহ বিভিন্ন অবকাঠামোর উন্নয়ন করেন।

ঝিনাইদহ জেলা বিএনপির সভাপতি এ্যাড এম এ মজিদ জানান, শহীদুজ্জামান বেল্টুর প্রথম জানাযা আজ মঙ্গলবার বেলা ১১টায় ঝিনাইদহ শহরের উজির আলী স্কুল মাঠে এবং দুপুর ২টায় কালীগঞ্জ সরকারি ভুষন স্কুল মাঠে জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ এশা বাদ তার গ্রামের বাড়ি কালীগঞ্জ উপজেলা হাসনহাটি গ্রামে জানাজা শেষে পারিবারিক কবরস্থানে দাফন করা হবে।

বিএনপি নেতা শহীদুজ্জামান বেল্টুর মৃত্যুতে তার নিজ নির্বাচনী এলাকাসহ জেলাতে শোকের ছায়া নেমে আসে। মৃত্যুর খবর পেয়ে নেতাকর্মীরা দলে দলে ঝিনাইদহ শহরের কলাবাগান পাড়াস্থ বেল্টুর নিজ বাসভবনে জড়ো হয়। এদিকে বিএনপি নেতা বেল্টুর মৃত্যুতে বাংলাদেশের এটর্নি জেনারেল এ্যড. আসাদুজ্জামান, বিএনপির খুলনা বিভাগীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অনিন্দ্য ইসলাম অমিত, বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতা জয়ন্ত কুমার কুন্ডু, সাইফুল ইসলাম ফিরোজ, ঝিনাইদহ জেলা বিএনপি’র সভাপতি এ্যাড এম এ মজিদ ও সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১১টার সময় ঝিনাইদহ ওয়াজির আলী স্কুল মাঠে প্রথম জানাজার নামাজ অনুষ্ঠিত হয়। আর বাদ এশা তার গ্রামের বাড়ি কালীগঞ্জ উপজেলা হাসনহাটি গ্রামে জানাজা শেষে পারিবারিক

কবরস্থানে দাফন করা হবে জানা গেছে।

শতকোটি টাকার সম্পদ গড়েছেন মিলু

একটা সময় ছিলেন দেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের চরমপন্থী সংগঠন পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সক্রিয় সদস্য। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সাঁড়াশি অভিযানে পর্যদুস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করেন। জড়িয়ে পড়েন চোরা কারবারে। আর আলাদিনের চেরাগ পেয়ে যান আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে এসে। বনে যান আঙ্গুল ফুলে কলা গাছ। এখন তিনি কয়েক শত কোটি টাকার সম্পদের অধিকারী। এলাকাবাসীর মতে নামে ও বেনামে এসব সম্পদ করেছেন তিনি।

গল্পটি মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর গ্রামের স্বাধীনতা বিরোধী ও তালিকাভুক্ত রাজাকার আমিনুল ইসলামের পুত্র আমাম হোসেন মিলুর। তিনি মুজিবনগর উপজেলার অপসারিত চেয়ারম্যান। এর আগে তিনি মহাজনপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ছিলেন।

গণঅভ্যুত্থানের পরও বিগত ১৬ বছরে প্রদর্শন করা দৌর্দাণ্ড দাপটের বিন্দুমাত্র কমেনি তার পরিবারের সদস্যদের।
আওয়ামী লীগ সরকারের পতন পরবর্তী সময়ে একাধিক মামলার এজহারভূক্ত আসামি হলেও মিলুকে আটক করতে তার বাড়িতে এখন পর্যন্ত পুলিশ বা যৌথ বাহিনীর কোন সদস্য পদার্পণ করেনি। স্থানীয়দের অভিযোগ মিলুর আত্মীয়দের মধ্যে জেলা বিএনপি’র কয়েকজন প্রভাবশালী নেতাকর্মী থাকাতে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পরেও তার ক্ষমতার কোনো ঘাটতি ঘটেনি। মিলুর ছোট ভাই শিলুর বেয়াই রতনপুর গ্রামের পলাশ স্থানীয় বিএনপি’র একজন প্রভাবশালী নেতা। আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে বিএনপি কর্মী ও তার সাবেক ব্যবসায়িক পার্টনার টুলু বিশ্বাস সহ আরো কয়েকজন প্রভাবশালী বিএনপি নেতাকর্মীর ছত্রছায়ায় থেকে এখনো ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

মুজিবনগর থানার ওসি মিজানুর রহমান বলেন, কোর্টে বিভিন্ন মামলা হলেও সেগুলো এখনো এফআইআর ভুক্ত হয়নি। আর মুজিবনগর থানাতে আমাম

হোসেন মিলু বা তার পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে এখন পর্যন্ত কেউ কোন মামলা করেনি। এজন্যই তাকে গ্রেফতারের কোন অভিযান চালানো হয়নি।

গত ১৬ বছর আওয়ামী লীগের শাসন আমলে ক্ষমতার দাপটে সাধারণ মানুষ সহ আপন চাচাদের জমি দখল করেছেন। তার দুই চাচা দুদু বিশ্বাস ও নুরুল বিশ্বাসের জমি জোরপূর্বক দখল করে মিলু ও তার ছোট ভাই শিলু বিশাল বাড়ি নির্মাণ করে সেখানে বসবাস করছেন। এখনো পর্যন্ত সেই বসতবাড়ির জমি তার চাচাদের নামেই রেজিস্ট্রিকৃত বলে জানিয়েছেন তাদের কয়েকজন প্রতিবেশী।

মিলু তার অপর চাচা মটর বিশ্বাসের পুকুর ও বাগান সহ ১০ বিঘা জমি জবর দখল করে ভোগ করছেন। নিজ গ্রাম যতারপুর ও পিরোজপুর গ্রামে আমাম হোসেন মিলু অনেকের বসতবাড়ি ও জায়গা জমি দখল তখন নিয়ে ভোগ দখল করছেন বলেও নিশ্চিত করেছে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কয়েকজন গ্রামবাসী। বর্তমানে তার মেহেরপুর শহরে বাড়ি রয়েছে মল্লিক পাড়া ও বাসস্ট্যান্ড পাড়াতে, মল্লিক পাড়াতে কয়েক বিঘা জমিও কিনেছেন সম্প্রতি। শহরের বেড়পাড়ায় তিন বিঘা আয়তনের একটা পুকুর কিনেছেন যৌথভাবে মিলু,শিলু ও বাধন। এছাড়াও সর্বশেষ সংসদ নির্বাচনের আগে নিজেকে ভারতীয় প্রার্থী বলে বিতর্কিত হওয়া প্রফেসর আব্দুল মান্নানের মেহেরপুর শহরে অবস্থিত জমি কিনে নেন মিলু ও শিলু। আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় মিলু ও তার ছোট ভাই শিলু এবং ভাতিজা বাধন মেহেরপুর জেলাতেই কয়েকশত কোটি টাকার সম্পদ করেছেন।
ওয়ান ইলেভেন পরবর্তীতে ২০০৯ সালে জয়নাল আবেদীন মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে ঘনিষ্ঠতা করেন তার সাথে। এখান থেকেই তার ক্ষমতার দাপটের শুরু। ঠিকাদারী ও টেন্ডারবাজিতে মেতে উঠতে শুরু করেন এই সময়। পরবর্তীতে ফরহাদ হোসেন দোদুল সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে তার সঙ্গে আতাত করেন মিলু। আর ফরহাদ হোসেন প্রতিমন্ত্রীর দায়িত্ব পেলে মিলু ফরহাদের স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসার সাথে সখ্যতা গড়ে তোলেন। তার সুপারিশে ভাতিজা বাধনকে জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি বানান। এরপর চাচা ভাতিজা দুজন মিলে ফরহাদ পত্নী মোনালিসার সান্নিধ্যে থেকে মেহেরপুরে ক্যাসিনো ব্যবসার নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠেন। জেলার প্রায় শতাধিক ক্যাসিনো ব্যবসায়ী তাদের ছত্রছায়ায় চলে আসে। নিয়মিত পেতে থাকেন মাসোহারা। এ সময় আমাম হোসেন মিলু ও তার ভাতিজা ছাত্রলীগ সভাপতি বাঁধন ক্যাসিনো ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে কয়েকটি এজেন্ট চ্যানেল বাগিয়ে নেন। প্রথমদিকের ক্যাসিনো কাণ্ডের সহযোগী সাইদুর ও খাদেমুল

হত্যাকাণ্ডে মিলু মাস্টারমাইন্ড বলে এলাকায় জোর প্রচার রয়েছে। এদের মধ্যে সাইদুর ছিলেন সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের স্ত্রী সৈয়দা মোনালিসার ব্যক্তিগত সহকারী, আর খাদিমুল ছিলেন সিটি ব্যাংকের এজেন্ট এবং মেহেরপুরের অন্যতম প্রধান ক্যাসিনো ব্যবসায়ী মুর্শিদ আলম লিপুর ভগ্নিপতি।

সাবেক জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের সুপারিশে বড় মেয়ে হীরাকে ঢাকার একটি বেসরকারি ব্যাংকে উচ্চপদে চাকরি নিয়ে দিয়েছেন। আর ২৫ লাখ টাকা ডোনেশন দিয়ে মেজ মেয়ে ডিনাকে ভর্তি করেছেন সাভারের এনাম মেডিকেল কলেজ। মিলু তার মেজ ভাই মুকুলের ছেলে নাহিদ মুজাহিদ বাচ্চুকে মহাজনপুর কলেজে কম্পিউটার প্রশিক্ষকের চাকরি পাইয়ে দিয়েছেন। গ্রামের সাধারণ কৃষকদের সেচের পানি সরবরাহের জন্য ৫০ লাখ টাকা সরকারি ব্যায়ে নির্মিত ডিপ টিউবয়েলটিও বাগিয়ে নেন বাচ্চুর নামে। এই ডিপ টিউবওয়েল থেকে গ্রামের সাধারণ মানুষ কোন সুবিধা পান না। এটা শুধু মিলু, শিলু, মুকুল ও তাদের পরিবারের সদস্যদের জন্য ব্যবহৃত হয়। ২০১৬ সালে মিলুর অপর ভাই শিলু তার ছেলে বাঁধন ও বড় ভাইয়ের প্রভাব খাটিয়ে জেলা পরিষদের সদস্য হন।

ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে দলীয় সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে যেয়ে মহাজনপুর ইউনিয়নে পরপর ৩ বার এবং সর্বশেষ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে মুজিবনগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন।

সরকারিভাবে মেহেরপুরের ভৈরব নদ খনন করা হলে সে সময় খননকৃত মাটি বিক্রয় করে দেয়ার অভিযোগ রয়েছে তার নামে। বিভিন্ন সময়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও জেলা খাদ্য গুদামের কর্মকর্তাদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করা ও চড় থাপ্পড় মারার অভিযোগ থাকলেও তিনি থেকে গেছেন আইনের উর্ধ্বে। ২০১৮ সাল থেকে দুদক আমাম হোসেন মিলুর বিরুদ্ধে একটি মামলা করলেও সেটির কোন ফলাফল হয়নি। এছাড়াও মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি রফিকুল ইসলাম তোতার অভিযোগে টিসিবির গম আত্মসাৎ করতে যেয়ে ফেঁসে যান তিনি। বিষয়টি নিয়ে এখনো আদালতে মামলা চলমান।

৯০ এর দশকে মিলুর পিতার মৃত্যুর পর তিনি পৈত্রিক সূত্রে মাত্র পাঁচ বিঘা কৃষি জমি পেয়েছিলেন। সমসাময়িক সময়েই তিনি চরমপন্থী সংগঠন পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টির সন্ত্রাসী কার্যক্রমের সাথে জড়িয়ে যায়। সেসময়ের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের চরমপন্থী দলের কুখ্যাত নেতা রুহুল, সবুজ এবং লাল্টুর সাথে তার ছিলো চরম সখ্যতা। ১৯৯৬ সালের দিকে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী চরমপন্থী দমনে অত্যন্ত

তৎপর হয়ে ওঠে, ঠিক সে সময় সরকারের পক্ষ থেকে কোন চরমপন্থী আত্মসমর্পণ করলে তাকে সাধারণ ক্ষমার আওতায় মুক্ত করে দেয়া হবে বলে ঘোষণা দিলে সেই সুযোগকে কাজে লাগান আমাম হোসেন মিলু। গোপালপুর গ্রামের টুলু বিশ্বাসের সাথে পার্টনারে ভূষিমালের ব্যবসা শুরু করেন। প্রায় একই সময় ৯৭ সাল থেকে শুরু করে ২০০০ পর্যন্ত যতারপুর গ্রামের হায়াত সরকারের ছেলে মন্টে সরকারকে সাথে নিয়ে ভারতীয় সীমান্ত দিয়ে স্ক্রাপের ব্যবসা করতেন। এ সময় তার ব্যবসায়িক পার্টনার হয়ে ওঠে ভারতীয় নাগরিক মুকুল সাহা ও তার দল। স্ক্র্যাপ ও ট্রাক এর চেসিস আনা নেওয়ার পাশাপাশি জড়িয়ে পড়েন চোরাকারবারে। ২০০৬ সালে ট্রাকের চেসিস চোরা চালানের সময় ভারতীয় এক ট্রাক মালিককে হত্যা ও ট্রাক চোরাচালানের দায়ে ভারতে কয়েক মাস জেলও খাটেন মিলু। অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় মিলু এবং মুকুল সাহা ও অপর দুই সহযোগীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয় ভারতীয় আদালত। তবে ভারতে গ্রেপ্তার হওয়ার পর মামলা চলককালীন সময়ে তিন মাস পর জামিনে মুক্তি পেয়েছিলেন আমাম হোসেন মিলু।

আমাম হোসেন মিলু ১৯৯৭ সালে তার খালু এবং মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক আব্দুল মান্নান মাস্টারের হাত ধরে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। ২০০৬ সালে যতাপুর গ্রামের জহির রায়হান ও বাবলু হত্যাকাণ্ডের অন্যতম এজহারভূক্ত ভুক্ত আসামি ছিলেন এই মিলু। হত্যা মামলা দুটিতে গ্রেফতার হয়ে ৩ মাস কারাবরণের পর জামিনে বের হয়ে আসেন। পরবর্তীতে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে মামলার থেকে নিজের নাম সরিয়ে নেন।

অবিশ্বাস্য শোনালেও এটাই সত্য আওয়ামী লীগ সরকার পতনের পরবর্তী সময়েও মিলু তার নিজগ্রাম যতারপুরের গোরস্থান সহ রাস্তর গাছপালা কেটে লুটপাট ও বিক্রি করলেও তার বিরুদ্ধে নেয়া হচ্ছে না কোন ব্যবস্থা।
তবে, সরকার পতনের পর থেকে আত্মগোপনে থাকায় তার কোন বক্তব্য নেওয়া সম্ভব হয়নি।

আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর যুবদলের উদ্যোগে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল

আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী কর্তৃক হামলায় নিহত আলমডাঙ্গা পৌর যুবদলের আহবায়ক শহীদ আব্দুল হাই বল্টুর ১২ তম শাহাদৎ বার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার (২৮ অক্টোবর) আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর যুবদলের উদ্যোগে স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

স্মরণসভা ও দোয়া মাহফিলে উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক মীর আসাদুজ্জামান উজ্জ্বলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির সদস্য সচিব শরীফুজ্জামান শরীফ।

এসময় তিনি বলেন, রাত পোহালে ঈদ, সবাই ঈদের আনন্দ আর বাড়ির ছোট ছোট ছেলে- মেয়েদের পছন্দের কেনাকাটা নিয়ে ব্যস্ত । আর আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসীরা খুনের নেশা ঈদের চাঁদরাত্রে আলমডাঙ্গা পৌর যুবদলের আহবায়ক শহীদ আব্দুল হাই বল্টুকে কুপিয়ে হত্যা করেছিল। তারা দীর্ঘ ১২ বছর এই শহরে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেরিয়েছে। তাদের বিচার হয়নি। এখন সময় এসেছে। আমরা দ্রুত আব্দুল হাই বল্টু খুনিদের গ্রেফতার করিয়ে আইনের আওতায় নিয়ে আসার জন্য সর্বচ্চো ব্যবস্থা গ্রহন করবো।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতি আক্তার হোসেন জোয়ার্দ্দার, উপজেলা বিএনপির সাধারন সম্পাদক আমিনুল হক রোকন, পৌর বিএনপির সভাপতি আজিজুর রহমান পিন্টু, সাধারন সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু, সাবেক কেন্দ্রীয় যুবদলের সদস্য এমদাদুল হক ডাবু, জেলা জাসাসের সাধারন সম্পাদক সেলিমুল হাবীব সেলিম, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, রাশেদুল ইসলাম, পৌর সহসাধারন সম্পাদক মহাবুল হক মাস্টার, আসিফ আল নূর তানিম, মকলেছুর রহমান মিলন, পৌর সাংগঠনিক আলী আজগর সাচ্চু, জেলা যুবদলের সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ঝন্টু, জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ মো: রাজিব খাঁন, জেলা ছাত্রদলের সাধারন সম্পাদক মোমিন মালিথা, যুগ্ম সম্পাদক আমান উল্লাহ আমান।

আলমডাঙ্গা উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম বিশ্বাসের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন পৌর বিএনপির সাবেক আহবায়ক সেকান্দার আলি,কুমারী ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি রফিকুল ইসলাম, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম, যুগ্ম আহবায়ক চৌধুরী জাহাঙ্গীর আলম বাবু, রাসেল, জিহাদ, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব সাইফুদ্দিন কনক, যুগ্ম আহবায়ক খন্দকার আব্দুল কাদের, হাফিজুর রহমান, ২ নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি হাফিজুর রহমান চমক, সাধারন সম্পাদক আব্দুল হক মিন্টু, সংগঠনিক সম্পাদক জসিম, পৌর ৫নং ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি রশিদ মালিথা,উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের আহবায়ক এমদাদ হোসেন, সদস্য সচিব রাজু আহমেদ রাজিব, পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকারিয়া ইসলাম শান্ত, উপজেলা ছাত্রদলের আহবায়ক জাহিদ হাসান শুভ, সদস্য সচিব আল ইমরান রাসেল, পৌর ছাত্রদলের আহবায়ক আতিক হাসনাত রিংকু, সদস্য সচিব মাহমুদুল হক তন্ময়, যুগ্ম আহবায়ক রাজু আহম্মেদ, আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব জাহাঙ্গীর আলম লিমন, আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর বিএনপির অঙ্গসংগঠনের সকল নেতাকর্মি উপস্থিত ছিলেন।

স্মরণসভা শেষে আলমডাঙ্গা পৌর যুবদলের আহবায়ক শহীদ আব্দুল হাই বল্টুর আত্মার মাগফেরাত কামনায় দোয়া পরিচালনা করেন মাওলানা ওমর ফারুক।

আলমডাঙ্গায় যুবদলের ৪৬ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা

আলমডাঙ্গায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৬ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার এসো ঐক্যবদ্ধ হই, গণতন্ত্র, শান্তির অর্ধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য এই শ্লোগানে আলমডাঙ্গা উপজেলা ও পৌর যুবদলের উদ্যোগে ৪৬ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়।

বর্ণাঢ্য র্যালি শহরের প্রধান প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে উপজেলা মঞ্চ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় উপজেলা যুবদলের ভারপ্রাপ্ত আহবায়ক মীর আসাদুজ্জামান উজ্জ্বলের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা যুবদলের সাধারন সম্পাদক সাইফুল ইসলাম ঝন্টু।

এসময় তিনি বলেন, আপনারা দেখেছেন স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা তার অপকর্মের কারণে দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। তার অপকর্মের কারণেই কিন্তু ছাত্র-জনতার তীব্র আন্দোলনে দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছে এই স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা। এখন দেখবেন আওয়ামী লীগের দোসররা বলে আমরা কি এমন অপরাধ করেছি, যারা এই কথা বলেন তাদের উদ্দেশ্যে বলি, আপনারা সাধারণ মানুষের মাঝে যান তারা আপনাদের জবাব দিয়ে দেবে আপনারা কি করেছেন আর কি করেন নাই।

বিশেষ অতিথি ছিলেন জেলা যুবদলের সাংগঠনিক সম্পাদক জাহেদ মোহাম্মদ রাজিব খাঁন, আলমডাঙ্গা উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব রফিকুল ইসলাম, যুগ্ম আহবায়ক চৌধুরী জাহাঙ্গীর আলম বাবু, আওয়ালুজ্জামান রাসেল, আবু জিহাদ, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব সাইফুদ্দিন ইসলাম কনক, যুগ্ম আহবায়ক হাফিজুর রহমান।

পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক খন্দকার আব্দুল কাদেরের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা যুবদল নেতা সাফায়েত, আলা মন্ডল, মতিয়ার রহমান মাখাল, আবু জার, সেলিম, হাসান কাজী, সুমন, সেলিম হোসেন, মুন্সি সাইফুল ইসলাম, শামীম রেজা, মোমিম, লতিফ, মনিরুজ্জামান, আজম, পৌর যুবদল নেতা আওয়াল কবির, মিলন মালিথা,আক্তারুজ্জামান লুলু, শরিফ, মিলি, উজ্জ্বল, মিলন, গোলাম মোস্তফা সহ উপজেলা, পৌর ও ইউনিয়ন যুবদলের নেতা কর্মী বৃন্দ।

দামুড়হুদা উপজেলা যুবদলের

উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ

দামুড়হুদা উপজেলা ছাত্রদলের আহ্বায়ক আফজালুর রহমান সবুজ ও যুবদলের সদস্য মাহফুজুর রহমান জনি কে অতর্কিত হামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ সোমবার সন্ধা ৭ টার দিকে উপজেলা যুবদলের উদ্যোগে এ বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ মিছিলটি উপজেলা চত্বর থেকে বাস স্ট্যান্ড মোড় ঘুরে দেউলী হয়ে বিএনপির অস্থায়ী দলীয় কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

বিক্ষোভ শেষে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন থানা বিএনপি’র সাংগঠনিক সম্পাদক প্রফেসর আবুল হাসেম, উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব মাহফুজুর রহমান মিল্টন, যুবদলের যুগ্ন-আহ্বায়ক আরিফুল রহমান আরিফ।

এ সময় বক্তারা বলেন আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে দেশ অস্বস্তিশীল হয়ে পড়ে পরে ছাত্র জনতার আন্দোলনে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা দেশ থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তারপরও তাদের ষড়যন্ত্র শেষ হচ্ছে না। এখানে ওখানে ঘাপটি মেরে বসে থেকে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছে। এই ষড়যন্ত্র যাতে করতে না পারে সেদিকে বিএনপি যুবদল ছাত্রদল, তথা বিএনপি’র সকল অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দকে সজাগ থাকতে হবে।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি আব্দুর রহিম, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আনসার আলী, যুবদলের সদস্য ইকরামুল মেম্বার এজাজুল হক, আমিনুল ইসলাম রশিদ, মাহফুজুর রহমান জনি, কবির, আব্দুল কাদের, মানিক, উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক দলের সদস্য সচিব জাকির হোসেন, উপজেলা ছাত্রদলের সদস্য সচিব এম ডি কে সুলতান, উপজেলা যুবদলের নেতা ইমতিয়াজ হোসেন, শওকত আলী, জাহিদ, হাসান, লাবলু, রানা, মামুন, মুর্শিদ বিন সজল, মহসিন, আরিফ, শামীম, শিলং, দেলোয়ার, এনামুল, রনি, শাহাবুদ্দিন, কাউসার, বাদশা, আব্দুর রশিদ, জাহিদুল, আমির হামজা, আলামিন, খালিদ, সম্রাট, রবিউল, জাহিদুল, লাল, লালন, মামুন, জাহাঙ্গীর, বাদশা প্রমূখ।

পল্টন ট্রাজেডি দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও দোয়া

আজ ২৮ অক্টোবর ২০২৪, ঐতিহাসিক পল্টন ট্রাজেডি দিবস (২৭-২৮ অক্টোবর) উপলক্ষে এক আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে মেহেরপুর জেলা জামায়াত।

জেলা জামায়াত আয়োজিত আলোচনা সভা আজ সোমবার (২৮ অক্টোবর) বিকেল সাড়ে ৩ টার দিকে মেহেরপুর পৌর কমিউনিটি সেন্টারের হলরুমে অনুষ্ঠিত হয়। পরে শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে চিত্র ও ডকুমেন্টারি প্রদর্শন করা হয়।

জেলা জামায়েত ইসলামীর নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুবুল আলমের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়েত ইসলামীর আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খাঁন।

প্রধান অতিথি বক্তব্যে জেলা জামায়েত ইসলামীর আমির
মাওলানা তাজউদ্দিন খাঁন

প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর আওয়ামী লীগ যে নির্মম নির্যাতন চালিয়েছে তা বিশ্ব ইতিহাসে বিরল। সেই দিন সাধারণ মানুষের ওপর সশস্ত্র হামলা চালিয়ে তাদের হত্যা করা হয় এবং লাশের ওপর নৃত্য করে নির্মমতা প্রকাশ করা হয়। এমনকি একজন কোরআনের হাফেজকে নির্মমভাবে হত্যা করে তার দাঁত উপড়ে ফেলা হয়েছিল। আওয়ামী লীগের এই বর্বরতার দৃষ্টান্ত মানবতার জন্য কলঙ্ক।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা জামায়েতের ইসলামীর সাবেক আমির ছমির উদ্দিন।
এসময় তিনি বলেন, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর ঢাকাসহ সারাদেশে যে নৃশংসতা চালানো হয়েছিল, তার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগের ফ্যাসিবাদী কার্যক্রমের সূচনা ঘটে। সেদিন শহীদ শিপন, শহীদ মুজাহিদ, শহীদ জসিমসহ অনেকেই শাহাদাত বরণ করেন। এভাবে লাশের ওপর নৃত্য করার মধ্য দিয়ে আওয়ামী লীগ তাদের নিষ্ঠুরতার প্রকাশ ঘটিয়েছে।

জেলা জামায়েত ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেনের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় জেলা সমাজ কল্যাণ সেক্রেটারি জারজিস হুসাইন, জেলা রাজনীতি সেক্রেটার রুহুল আমিন, তারবিয়াত সেক্রেটারি রফিকুল ইসলাম, জেলা সুরা সদস্য ডাঃ আব্দুস সালাম, বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, মুজিবনগর উপজেলা আমীর খান জাহান আলী, মেহেরপুর পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন, ২০০৬ সালের ২৮ অক্টোবর নিহত আব্বাসের মেজভাই আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

আলোচনা ও দোয়ার পরে মেহেরপুর কানন সাংস্কৃতিক সংসদের উদ্যোগে হামদে বাবি তায়ালা, শহীদি সংগীত এবং থিমসন পরিবেশন করা হয়।

আলমডাঙ্গায় যুবদলের ৪৬তম

প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন

আলমডাঙ্গায় যুবদলের ৪৬ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন ও যুবদল নেতা শহীদ আব্দুল হাই বল্টুর ১২তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনাসভা ও দোয়া মাহফিল এবং শোক র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার বিকেলে হাজী মোড়স্থ টিলু ওস্তাদের চাতালে আলোচনা সভা ও আলমডাঙ্গা পৌর যুবদলের নেতা শহীদ আব্দুল হাই বল্টুর মৃত্যুবার্ষিকীর দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় উপজেলা যুবদলের সাবেক সদস্য সচিব শফিকুল আজম ডালিমের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি শহিদুল কাওনাইন টিলু।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে টিলু মিয়া বলেন,লড়াই সংগ্রামে অর্জিত বিজয়কে সংহত হবে। তাই যুবদলের সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি রুখে দিতে হবে। যুবদল সমস্ত অন্যায় সন্ত্রাস প্রতিহত করবে, কোনো প্রকার বিশৃঙ্খলাকে প্রশ্রয় দেব না। তিনি বলেন,যুবদল নেতা বল্টু একজন একনিষ্ঠ নেতা ছিল। তাকে আওয়ামী সন্ত্রাসীরা নির্মম ভাবে হত্যা করে। আজ যুবদলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে তাঁর স্মৃতি ভেসে ওঠে।

আলোচনা সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারন সম্পাদক শেখ সাইফুল ইসলাম।

বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা কৃষক দলের সাবেক সভাপতি বোরহান উদ্দিন, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি আনিসুর রহমান, সাবেক কাউন্সিলর নাসির উদ্দিন, বিএনপি নেতা রেজাউল হক, জেলা যুবদলের সহসভাপতি মাগরিবুর রহমান, উপজেলা যুবদলের সাবেক যুগ্ম আহবায়ক গোলাম মোস্তফা, পৌর যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক ফারুকুজ্জামান, উপজেলা যুবদলের যুগ্ম আহবায়ক রহিদুজ্জামান রহিত ও সাবেক কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি ফাহমিদুর রহমান মুনের উপস্থাপনায় উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবক দল নেতা বাকী বিল্লাহ, তৌফিক খান, সোহেল রানা, রাসেল, উপজেলা যুবদল নেতা মিলন আলী, সাদ্দাম মুন্সি, সোয়েব, ডালিম, জাহাঙ্গীর, সোহাগ, নাসির উদ্দিন, আলমগীর, ছালাম, বুরহান, ফজলু, দোদুল, যুবদল নেতা মিশকা, সাগর, হাসিব, মুন্নি, কামরুল, জনি, পলাশ, সাদ্দাম, জাহিদ, মুকুল, হামিদ, হাসান, মুনিয়ার, আরিফ, লিয়ন, চপল, জয়, রাসেল, জাহিদ, লিটন, রনি, বজলু, রাজু, সাইফুল, জয়নাল, আব্দুস সালাম, সমের, রিপন, রাজা, আবুল কালাম প্রমুখ।

গাংনীতে যুবদলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

মেহেরপুরের গাংনীতে বর্ণাঢ্য র্যালী, সমাবেশ এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে যুবদলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত হয়েছে।

আজ রবিবার বিকেলে গাংনী উপজেলা যুবদলের আয়োজনে এক বিশাল র্যালী গাংনী বাসস্ট্যান্ড থেকে শুরু করে উপজেলা পরিষদ চত্বর প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে শেষ হয়। এরপর গাংনী বাসস্ট্যান্ডে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে গাংনী উপজেলা যুবদলের সদস্য সচিব জাহিদুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় সভাপতিত্ব করেন উপজেলা যুবদলের আহবায়ক মালেক হোসেন চপ্পল।
উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিলটন।

এ সময় তিনি বলেন, গনতন্ত্রকে পুনরুদ্ধার করতে অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে পাহারা দেবে জাতীয়তাবাদী যুবদল। আওয়ামী লীগ এখনো নৈরাজ্য সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। চাঁদাবাজি, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ কেউ যদি করে তাহলে আপনারা তাকে প্রতিহত করবেন। তাকে ধরে যৌথ বাহিনীর হাতে তুলে দেবেন। এছড়াও তিনি বলেন, তারেক রহমানের নামে যে সকল মিথ্যা মামলা দেওয়া হয়েছে তা অবিলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক।

সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওসার আলী।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন জেলা যুবদলের সহসভাপতি বিকলুস হক, পৌর যুবদলের আহবায়ক সাহিদুল ইসলাম, সদস্য সচিব এনামুল হক।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিএনপির সহসভাপতি শহিদুল ইসলাম

নাসির,জেলা বিএনপির যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল আওয়াল বিশ্বাস, আলফাজ উদ্দিন কালু,ইনসারুল হক, উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক আখেরুজ্জামান, যোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মনিরুজ্জামান মনি, সহ বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে আগত নেতা ও কর্মী বৃন্দরা।

গাংনী উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন এবং ওয়ার্ড থেকে দলে দলে যুবদলের নেতা ও কর্মী বৃন্দরা সমাবেশে যোগদান করে।

মেহেরপুরে জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৬তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

মেহেরপুরে শোভাযাত্রা ও সমাবেশের মধ্যে দিয়ে জাতীয়তাবাদী যুবদলের ৪৬ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হয়েছে।

রবিবার বিকালে জেলা যুবদলের সভাপতি জাহিদুল হক জাহিদের নেতৃত্বে বিএনপি কার্যালয় থেকে একটি শোভাযাত্রা বের করা হয়। শোভযাত্রাটি শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ ড. সামসুজ্জোহা পার্কে গিয়ে শেষ হয়।

মেহেরপুরে-জাতীয়তাবাদী-য/পরে পার্কের মুক্ত মঞ্চে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও সাবেক এমপি মাসুদ অরুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাসুদ অরুন বলেন, আজকের মিছিলে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়েই বোঝা যায় যুবসমাজ ঘুরে দাঁড়ালে সবকিছু পরিবর্তন করা সম্ভব। ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকার দেশের সমস্ত কিছু লুটপাট করে খেয়েছে। তাদের দোসরদের কোন প্রকার ছাড় দেওয়া যাবে না। দলে অনুপ্রবেশকারীদের কোন স্থান দেওয়া যাবে না।

মেহেরপুরে যুবদলের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর শোভাযাত্রায় শতশত নেতা কর্মী

কর্মসীচূতে সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, সদর উপজলা যুবদলের আহবায়ক লিয়াকত আলী, সদস্য সচিব কামরুজ্জামান বিপ্লব, পৌর যুবদলের আহবায়ক সামিউল ইসলাম লিজন, সদস্য সচিব নওশেল আহমেদ রনি, মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহবায়ক আবুল হাসান, সদস্য সচিব আনারুল ইসলামসহ বিভিন্ন ইউনিটের শত শত নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন।